ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনাটির ইতিকথা

গত ২০ আগস্ট ২০০৭ তারিখ বিকাল তিনটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিমনেশিয়াম সংলগ্ন খেলার মাঠে আন্তঃহাউজ ফুটবল প্রতিযোগিতার একটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, গত ০১ আগস্ট ২০০৭ তারিখ থেকে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রতিযোগিতায় জিমনেশিয়ামে মোতায়েনকৃত ইউনিটের সদস্যরা নিয়মিত খেলা উপভোগ করাসহ ঠান্ডা পানি ও শরবত সরবরাহের মাধ্যমে উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। অন্যান্য দিনের মতো সেনা সদস্যরা একই মাঠে খেলা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত ফুটবল অনুশীলন করে এবং খেলা শুরুর পর জার্সি গায়ে গ্যালারিতে বসে খেলা উপভোগ করতে থাকে। খেলা চলাকালে বৃষ্টি শুরু হলে মেহেদী নামের একজন ছাত্র ছাতা মাথায় গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে যায়। গ্যালারিতে উপবিষ্ট একজন সৈনিক উক্ত ছাত্রকে সামনে থেকে সরে যেতে বললে ছাত্রটি এ বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ না করে দাঁড়িয়েই খেলা দেখতে থাকে। তখন উক্ত সৈনিক তার কাছে গিয়ে পূনরায় তাকে সামনে থেকে সরতে বললে ছাত্রটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সৈনিকের জার্সির কলার চেপে গালিগালাজ করতে থাকে। এ সময় গ্যালারিতে উপস্থিত অন্যান্য দর্শক তাকে থামাতে গেলে আরও কয়েকজন ছাত্র মেহেদীর সাথে যোগ দিয়ে হাতাহাতি আরম্ভ করে।

ঘটনার সাথে সাথে ইউনিট অফিসারগণ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন এবং লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনায়েমকে এ বিষয়ে আলোচনার অনুরোধ জানান। অধ্যাপক মোবাশ্বের এ প্রসঙ্গে সেনাবাহিনী সম্বন্ধে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তাঁর এই উস্কানিমূলক বক্তব্যের পর ছাত্ররা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন ধরনের সেনাবিদ্বেষী শ্লোগান দেয়। উক্ত শিক্ষকের সাথে কথা বলার সময় সেনা সদস্যদের হাতের বেষ্টনীর উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ছাত্ররা একজন আরেকজনকে টানাটানি করে এবং সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। পরবর্তী পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এ এফ এম ইউসুফ হায়দার, প্রক্টর অধ্যাপক ফিরোজ, লোক প্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নাজমুল, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আহাদ এবং সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের ডীনসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষক ইউনিটের অধিনায়কসহ অন্যান্য অফিসারদের উপস্থিতিতে বিষয়টির নিস্পত্তি করেন। অধিনায়ক ছাত্র ও শিক্ষকদের উপস্থিতিতে সংঘটিত ঘটনাটিকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। অধিনায়কের এ বক্তব্যের ফলে ছাত্র ও শিক্ষকদের ক্ষোভ প্রশমিত হয় বলে প্রতীয়মান হয়। তারা এ বিষয়ে আর কোন অভিযোগ নেই বলে অভিমত পোষণ করেন এবং সেনা ক্যাম্প ত্যাগ করেন। ক্যাম্প ত্যাগ করার পর একজন প্রভাষক ক্যাম্প হতে কিছু দূর যেয়ে পুনরায় ছাত্রদের উদ্দেশ্যে উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এ সময় অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনায়েমকেও কোন একজনের সাথে মোবাইল ফোনের কথপোকথনে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক ও একপেশে বক্তব্য প্রদান করতে শোনা যায়। পরবর্তীতে খেলার মাঠে কয়েকটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা গেলে ২০/৩০ জন ছাত্র পুনরায় একজোট হয়ে সেনাবিদ্বেষী শ্লোগান দেয়। এ সময় টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ছাত্রদের বিক্ষোভের ভিডিও চিত্র ধারণ করতে থাকে। ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঘটনাস্থলে টিভি চ্যানেলগুলোর এতো দ্রুত গতিতে উপস্থিত হওয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

পরবর্তীতে ছাত্রদের এই দলটি কলাভবনের কাছে সংঘটিত হয়ে ঘটনার প্রতিবাদ ও শ্লোগান দিতে থাকে। তারা বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রদের সংঘটিত করে। এ সময় বাসভবনের কাছে ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরের মতো একজন অভিজ্ঞ ও সম্মানিত শিক্ষক সেনা বিরোধী আপত্তিজনক ও উত্তেজনাকর মন্তব্য করেন। তাঁর উস্কানিমূলক বক্তব্যে ছাত্ররা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পুলিশ উত্তেজিত ছাত্রদেরকে ছত্র ভঙ্গ করতে চাইলে তাদের সাথে ছাত্রদের সংঘর্ষ বাঁধে। এর ফলে ছাত্ররা আরও উত্তেজিত হয়ে টিএসসি মোড়ে সমাবেশ করে এবং রাত পৌনে নয়টার দিকে ৬০০ থেকে ৭০০ জনের মত ছাত্র জিমনেশিয়ামে গিয়ে জোরপূর্বক সেনা ক্যাম্পে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। এ সমাবেশে কিছু রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনের নেতাদের সরব উপস্থিতি ও সরাসরি ইন্ধন যোগানোর প্রমান পাওয়া যায়। সেনা সদস্যরা এ সময় ক্যাম্পের গেটে জোর প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ছাত্রদেরকে ক্যাম্পে ঢুকতে বাধা দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্ররা ছত্রভঙ্গ হয়ে ক্যাম্পাসের দিকে চলে যায়। তারা টিএসসি, কলাভবন, ভাইস চ্যান্সেলরের বাসভবন, পলাশীর মোড়, শহীদুল্লাহ হল এলাকায় অবস্থান নেয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে।

রাত আনুমানিক সাড়ে এগারটায় সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) ও একজন ব্রিগেড কমান্ডার পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আহত চিকিৎসাধীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গেলে সেখানে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পরোক্ষভাবে ছাত্রদের উত্তেজিত করতে থাকেন। ফলে মেডিকেল কলেজে একধরনের অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সিজিএস দৃঢ়ভাবে ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে জানান যে, অভিযুক্ত সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এর কোন অন্যথা হবে না। এর পর তিনি রাত আনুমানিক একটার দিকে স্থান ত্যাগ করেন। রাত সাড়ে তিনটা পর্যন্ত ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলায় খন্ড খন্ড মিছিল করতে দেখা যায়। মিছিলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের দাবিতে শ্লোগান দেয়া হয়। ছাত্ররা ২১ আগস্ট ২০০৭ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘটও আহ্বান করে।

ঘটনার পরদিন গত ২১ আগস্ট সকাল ১১ টার মধ্যে সেনাসদর কর্তৃক ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে অভিযুক্ত সেনা সদস্যকে ক্যাম্প থেকে প্রত্যাহার এবং তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হয়। একই দিন প্রধান উপদেষ্টার উপস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ২২ আগস্ট সকাল ৮টার আগেই সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দেশে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে সুদূরপ্রসারী চিন্তা মাথায় রেখেই অভিযুক্ত সেনা সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ ও সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ত্বরিত গতিতে কার্যকর করা হয়। ছাত্রদের সকল দাবি পূরণ করার পরও সমাবেশ মিছিল ও বিক্ষোভ চলতে থাকে এবং তা সহিংসতায় রূপ নেয়। এক পর্যায়ে ক্যাম্পাস ছাড়িয়ে পাশ্ববর্তী এলাকায় যানবাহন, দোকানপাট ও জনসাধারণের সম্পত্তি ভাঙচুর ও ধ্বংসের ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিতে আন্দোলনকে আরও বেগবান ও সহিংস রূপ প্রদান করে। ঘটনার এক পর্যায়ে সেনা সদরের একটি গাড়ি ভস্মীভূত করার মাধ্যমে ছাত্ররা তাদের হিংস্রতার নগ্নরূপ দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে। শুধু তাই নয়, ইউনিফরম পরিহিত গাড়ির ড্রাইভার যে কোন নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত ছিলনা, তাকে চরমভাবে নিগৃহীত করার মাধ্যমে তারা ন্যক্কারজনক ঘটনার জন্ম দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্রদের এ আন্দোলন শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উস্কানি এবং উপস্থিতিতে প্রকাশ্য ও সহিংস রাজনৈতিক বিক্ষোভে রূপ নেয়।

এ পর্যায়ে কিছু সংবাদ মাধ্যম অত্যন্ত উস্কানিমূলক সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পরের দিন, অর্থাৎ ২২ আগস্ট সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মাধ্যমে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালানো হয়। দুর্নীতিপরায়ন ও স্বার্থান্বেষী কিছু ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সারাদেশে আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে বিপুল পরিমান অর্থ যোগান দেয়। উদ্ভূত এই অস্থিতিশীল ও অরাজক পরিস্থিতি থেকে দেশে সুষ্ঠু ও স্থিতিশীল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কারফিউ জারি ব্যতীত সরকারের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। ২২ আগস্ট রাত ৮টা থেকে ৬টি বিভাগীয় শহরে কারফিউ জারি ও দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষনার মাধ্যমে ছাত্রদেরকে হল ত্যাগ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে ২৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষক ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়। সরকার উক্ত ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের সনাক্তকরণকল্পে সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে। জনজীবনের দুর্ভোগের কথা চিন্তা করে উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা দেশে স্থিতিশীল পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে।

সার্বিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে ২৭ আগস্ট রাত ১২টা থেকে ৬টি বিভাগীয় শহরে কারফিউ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী দেশ ও জাতি গঠনের প্রতিটি কার্যক্রমে পাশে থেকে দুঃসময়ের বন্ধু হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে। বিশেষ করে জরুরী অবস্থা জারীর পর থেকে দেশের ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীর ভূমিকা জনগণের অকুন্ঠ সমর্থন পেয়েছে। কিন্ত এর ফলে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবিশেষের বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সেনাবাহিনীকে কলঙ্কিত করা, দুর্নীতি দমন অভিযান চলতে না দেয়া, দোষী নেতা/নেত্রীদের গ্রেফতার না করা ইত্যাদি যে কোন উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, এ ধরনের অরাজকতা সৃষ্টি করে নিরাপত্তা বাহিনীকে জনগণের মুখোমুখি দাঁড় করার অপচেষ্টা মাত্র। কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এর মাধ্যমে ঘটনাটিকে দ্রুত ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলনকে ভিন্নতর খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে। এ ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার জন্যে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বরাবরের মতোই দেশবাসীর ও সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ থেকে যে কোন দুঃসময়ে আস্থার প্রতীক হয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

বিক্ষোভ মিছিলের সামনে থেকে শিক্ষকরা কি শিক্ষা দিচ্ছেন?

এরাই কি বুদ্ধিজীবি ? এরাই কি আমাদের সন্তানদের সুশিক্ষা দিচ্ছেন
দেশের আইন ভঙ্গ করে ?

যে হাতে বই-কলম থাকার কথা সে হাতে
স্থান পায় লাঠি।

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্রের হাতে লাঠি কিসের আলামত ?

এরাই কি ছাত্র ? জ্বালাও পোড়াও কোন পাঠ্য পুস্তকের শিক্ষা ?

ভাঁঙ্গ চুর, জ্বালাও পোড়াও থেকে কি শিক্ষা
নিতে চাচ্ছে ছাত্ররা ?

এরাই কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ?

ধ্বংস লীলা থেকে জীবন রক্ষাকারী পানি
সরবরাহের ট্রলিটিও রক্ষা পায়নি।

রাষ্ট্র অথবা জনগণের সম্পত্তি রক্ষার কোন
শিক্ষাই কি তাদের নেই ?

এরা নিজেরাও জানে না কার নির্দেশে এই
ধ্বংসের খেলায় মেতেছে।